ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার

(A Seminar on Improvement of Quality of Banking Diploma Examination)

তারিখ ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ পূবালী ব্যাংক অডিটরিয়াম (১৫ তলা), দিলকুশা, ঢাকা

আইবিবি'র প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর **ড. আতিউর রহমান** এর ভাষণ

সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ,
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীগণ,
প্রশ্ন প্রণয়নকারী, মডারেটর, পরীক্ষক ও সুধীবৃন্দ- আচ্ছালামুআলাইকুম/শুভ সকাল।

আজ ১৭ ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শুরু করছি।

- আমরা জানি যে, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীর দক্ষতা, জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি, গতিশীল করার জন্য সেমিনার, প্রশিক্ষণ, পেশাগত কোর্সসমূহের ব্যাপক কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। বাস্তবিক প্রশিক্ষণ বা কোর্সের মাধ্যমে **প্রাতিষ্ঠানিক জনবল কার্যকর জনসম্পদে পরিণত হয়;** আর সেবা দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। সুতরাং **ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার** বর্তমানে পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা মোকাবেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি আনন্দিত এ মহতী সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে। আশা করি আমরা সবাই এ সেমিনারলব্ধ জ্ঞান কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হবো।

- সুধীমণ্ডলী, চলমান বিশ্বমন্দার ছোঁয়াচ এতদ্অঞ্চলীয় ও অন্যান্য অধিকাংশ অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিকে এখন অব্দি গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেনি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৯%। বাংলাদেশের স্থিতিশীল আর্থিক বাজার ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষতঃ সকলের অংশগ্রহণমূলক সৃজনশীল উৎপাদন প্রক্রিয়া (inclusive growth pattern) অবলম্বনে চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৬.০% এর উপরে আশা করা হচ্ছে। কৃষি এবং এসএমই খাতে প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি গ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি, ১০ টাকায় কৃষকের একাউন্ট খোলার সুযোগ, স্কুল ব্যাংকিং, সিএসআর এ ব্যাংকসমূহের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনসহ আমাদের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি আরো প্রবৃদ্ধি সহায়ক হবে। সর্বশেষ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে **মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ৬৯০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।** মাথাপিছু আয়ের এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আর্থিক বিচারে মধ্যম আয়ের দেশ হবার জন্য বর্তমানে নির্ধারিত মার্কিন ডলার ৯৭৬ মাত্রায় পৌঁছুতে আর বছর চারেকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর কাঙ্খিত উন্নতি সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ মধ্যআয়ের দেশ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

- আমাদের অর্থনীতির যখন এরূপ সম্ভাবনাময় অবস্থা সেক্ষেত্রে পেশাগতভাবে ব্যাংকিং ডিপ্লোমার ক্রেডিট প্রদান সত্ত্বেও বিগত বছরগুলিতে আইবিবি'র পরীক্ষায় পাশের হার ৯-১২%। অনেক পরীক্ষার্থীকে কোনো কোনো বিষয়ে পাশ করার জন্য ১২/১৫ বার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। এটা দুঃখজনক। সুতরাং পেশাগত বিবেচনায় আইবিবি'র পরীক্ষার্থীদের কাঙ্খিত ফলাফল আমরা আশা করি। তবে একই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে গুণমানের প্রশ্নে আমরা কোনোমতেই আপোষ করবো না। পাশের হার যাই হোক না কেনো পরীক্ষকদের নম্বর দেবার সময় সদয় হবার সুযোগ নেই।

- আইবিবিসহ সকল ব্যাংক নীতি নির্ধারকদের কাছে আমি অনুরোধ রাখতে চাই দক্ষ ও শিক্ষিত ব্যাংকার তৈরি করতে আপনাদের আরো অনেক মনযোগ ও শ্রম দিতে হবে। পরীক্ষার গুণগত মান বাড়াতে মানসম্মত পাঠ্যবই, নিয়মিত ক্লাস কোচিং এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত গবেষণালব্ধ প্রশ্ন প্রণয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

- স্বাধীনতার ৩৯ বছরে এসে যখন আমরা Goldman Saches- এর N-11 ভুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছি, নিকট ভবিষ্যতে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার বাস্তব স্বপ্ন দেখছি তখন ব্যাংকিং খাতে অদক্ষতা বড়ই বেমানান। ব্যর্থতার দায় ব্যাংকিং খাতের উপর পড়বে তা আমরা মেনে নিতে পারি না। সে কারণেই ব্যাংকিং খাতে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আইবিবি এর এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

- পাঠ্য পুস্তকের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ও গুণী ব্যাংকার জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ও অধ্যাপকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় নয়া সিলেবাস তৈরি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি আইবিবি আগামীতে গুণগত মানসম্পন্ন পাঠ্যতালিকা অনুসরণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাংকার তৈরিতে সক্ষম হবে। আইবিবির পরীক্ষা পদ্ধতি অধিকতর স্বচ্ছ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্র encrypted bar code system চালু করা হচ্ছে। এতে আমি মনে করি আইবিবির পরীক্ষা পদ্ধতির উপর সকলের আস্থা আরো সুদৃঢ় হবে।

- পূর্বের শুধু রচনামূলক পদ্ধতির পরিবর্তে রচনামূলক এবং কেস স্টাডি ভিত্তিক প্রশ্ন করার প্রস্তাব রয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৭৫ ভাগ কেস স্টাডি এবং মাত্র ২৫ ভাগ রচনামূলক প্রশ্নপত্র থাকবে। বিষয়টিকে খুব উপযোগী বলে আমি মনে করছি। এতে পরীক্ষার্থীগণ ভাল সুফল পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

- ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট, এসএমই কনজ্যুমার ব্যাংকিং, মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশনস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ, মার্কেটিং অব ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, আইটি/ ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়াদির অন্তর্ভূক্তিতে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার গুণগত মান আরো উন্নতি হবে যদি এর সঙ্গে ব্যাংকারদের প্রমোশনসহ বাড়তি প্রণোদনা যুক্ত করা যায়। বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হতে হবে।

- আইবিবি অতি সম্প্রতি International Financial Services, London (প্রাক্তন Chartered Institute of Bankers) এবং Nova Scotia, Canada-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের Coady International Institute এর সঙ্গে scholarship প্রদান বিষয়ক দুটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তার লাভ করবে।

- ১৯৭৩ সালে আইবিবি প্রতিষ্ঠিত অথচ এখনও তার নিজস্ব কোন ভবন নেই। বিষয়টি অনেকটাই অবাক করার মতো। আমি নিশ্চিত আইবিবি'র যদি নিজস্ব ভবন/টাওয়ার থাকত তা হলে শিক্ষানবীশ ব্যাংকার/শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কোচিং ক্লাস ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হতো। বিষয়টির উপর আমাদের এখন থেকেই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ব্যাংকের সকল নির্বাহীদেরও আমি আহবান জানাব আপনারা এ ব্যাপারে খুব ইতিবাচক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হবেন।

- **ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক** আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞজনের চিন্তা চেতনায় অনেক কার্যকরী বিষয় উঠে আসবে। এতে নীতি নির্ধারকদের ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে সহজ হবে।

- এ ধরণের সময়োপযোগী, প্রয়োজনীয় একটি সেমিনার আয়োজন করার জন্য আইবিবি'র সেক্রেটারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।